দৈনিক বাংলা ৭

তারিখ 22 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

# শিক্ষক-সঙ্কট

দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রাথমিক স্কুল থেকে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষকের বহু পদ শূন্য থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এক সহযোগী রাঙ্গুনিয়া, গোপালপুর, জয়পুরহাট প্রভৃতি এলাকা থেকে শিক্ষক সঙ্কটের এই সংবাদ পরিবেশন করেছে। এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের এক একটিতে এক এক সমস্যা। কোন কোনটিতে শিক্ষক আছেন নামমাত্র, হাজিরা খাতায় সই করে ভিন্ন কাজে মনোনিবেশন করেন। কোন কোনটিতে একাধিক শিক্ষকের পদ দীর্ঘকাল শূন্য আছে। কোন কোনটির শিক্ষক বদলি হয়ে চলে গেছেন, নতুন শিক্ষক যোগদান করেননি। ফলে, শিক্ষাদান ক্ষেত্রে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। ছাত্ররা বিনাদোষে বঞ্চিত হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষা থেকে।

খবরে বলা হয়েছে, গোপালপুর পৌরসভার অধীন ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত সুন্দর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন প্রধান শিক্ষক নেই এবং তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৪ জন। জরাজীর্ণ স্কুল ভবন, বেঞ্চের অভাবে মাদুরে বসে শিক্ষাগ্রহণ এবং আকাশে মেঘ করলে ছুটির ঘন্টা এই স্কুলের নিয়মিত ব্যাপার। রাঙ্গুনিয়ার বাইখালী জুমিয়া পুনর্বাসন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জনৈক শিক্ষিকা ১৯৯২ সালে নিয়োগপ্রাপ্তির ছয় মাস পরেই রাঙ্গামাটিতে সমাজসেবা অধিদফতরে চাকরি নিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত শিক্ষিকা হিসাবেও নিয়মিত বেতন গ্রহণ করছে। পাহাড়ী অনেক এলাকায় নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারা আবার নিয়মিত কর্মস্থলে হাজিরাও দিচ্ছেন না বা ক্লাস নিচ্ছেন না। এসব অনিয়মের আশু তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং দায়িত্বে অবহেলাকারীদের বিরুদ্ধে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করায় এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণের ফলে এবং প্রাইমারী স্কুলে যাবার বয়েসী ৯০ শতাংশেরও অধিক ছেলেমেয়ে এখন স্কুলে যাচ্ছে। হ্রাস পেয়েছে ড্রপআউটের সংখ্যা। ফলে, প্রাইমারী শিক্ষার ওপর চাপ বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রাইমারী শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য অধিকসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যদি নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকারাই তাদের কর্তব্য পালনে অবহেলা প্রদর্শন করেন, তা হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের আশঙ্কা বৃদ্ধিই পাবে।

প্রাথমিক শিক্ষাই উচ্চতর শিক্ষার ভিত্তি। প্রাথমিক শিক্ষা যদি যথোপযুক্ত না হয়, তাহলে শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে বার বার খাবি খাবে এবং ফেলের হার বাড়তে থাকবে, যা জাতির জন্য সমূহ অকল্যাণের কারণ হবে এবং দেশের অর্থনীতির ওপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করবে।

আর তাই প্রাথমিক পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এখনও যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে সেগুলো দ্রুত মেরামত করা দরকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের ঘাটতি অবিলম্বে পূরণ করে 'সবার ওপরে শিক্ষা' নীতি অবলম্বন করলে, আমাদের শিক্ষার হার যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে, তেমনি শিক্ষার মানও নিঃসন্দেহে উন্নত হবে।